বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮৩-৮৫,মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০।
ঋণ আদায় বিভাগ।

পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং করুন
ফোন:০২- ৯৫৬৩১৬৫
ফ্যাক্স:০২-৯৫৫০৫০৫
E:mail: dgmrecovery@krishibank.org.bd

ঋণ আদায় মহাবিভাগ পরিপত্র নং- ০৬/২০১৪ তারিখঃ ১৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বিগত ০৯-১২-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের উচ্চ হারের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। উক্ত সভায় শ্রেণীকৃত ঋণ হতে নগদ আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করে ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণের হার ২০% এ নামিয়ে আনার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

০২। ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হলো ঋণের বিপরীতে অর্জিত সুদ। বিগত বছরসমূহে শ্রেণীকৃত ঋণ (CL) আশানুরুপ আদায় না হওয়ায় এবং শ্রেণীযোগ্য ঋণ (WCL-1 & WCL-2) সুদসহ সম্পূর্ণ নির্ধারিত সূত্র তারিখের মধ্যে আদায় না হওয়ায় শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ (NPL) ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাংকের আয় হ্রাস পেয়েছে। ফলে, প্রতি বছরান্তে ব্যাংক লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে, যা কোনক্রমেই কাম্য নয়।

০৩। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রার ১০০%অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঋণ আদায় বিভাগের ৩০-০৬-২০১৪ তারিখের ঋণ আদায় মহাবিভাগ পরিপত্র নং-০১/২০১৪, ০২-০৯-২০১৪ তারিখের ঋণ আদায় মহাবিভাগ পরিপত্র নং-০৩/২০১৪, ০৭-০৭-২০১৪ তারিখের পত্র নং-১৬(১২০০), ১১-০৮-২০১৪ তারিখের পত্র নং-৯২(১২০০), ২০-০৮-২০১৪ তারিখের পত্র নং-১০৭(১২০০), ১৭-০৯-২০১৪ তারিখের পত্র নং-১৫৬(১২০০), ১৪-১০-২০১৪ তারিখের পত্র নং-১৯২(১২০০) ও ১৯৫(১২০০) নং পত্রের মাধ্যমে ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার ও ফলপ্রসূ করার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নীতিমালা এবং দিক নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। আশা করা গিয়েছিল যে, উপরোক্ত পরিপত্র/পত্রসমূহে বর্ণিত নীতিমালা ও নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালনপূর্বক ঋণ আদায়ের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। কিন্তু, মাঠ কার্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত ২৩ তম সপ্তাহের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ০৪-১২-২০১৪ তারিখ ভিত্তিক ঋণ আদায়ের অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়সহ অধিকাংশে কর্পোরেট শাখা/মুখ্য অঞ্চল/অঞ্চলসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনার আলোকে ঋণ আদায় কার্যক্রম ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আন্তরিকভাবে কাজ করেন না, যা মোটেই কাম্য নয়। বিগত ০৪-১২-২০১৪ তারিখ ভিত্তিক ঋণ আদায়ের অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের আদায় লক্ষ্যমাত্রা	০৪-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অর্জন	অর্জনের হার	০৪-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত আনুপাতি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ঘাটতি
১।	শ্রেণীকৃত ঋণ (CL) আদায়	১৩৭০.০০	২৭৫.৭৩	২০%	(-) ৩৩০.২৩
২।	শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১(WCL-1) আদায়	২৯০৪.০০	১৫৫৯.৪৭	৫৪%	(-)১০০৯.৪৫
৩।	শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২(WCL-2) আদায়	২৪৫০.০০	৩৪৩.৫৭	১৪%	
	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট আদায়ঃ	৬৭২৪.০০	২১৭৮.৭৭	৩২%	

০৪। চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ২৩ তম সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলেও ঋণ আদায়ের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাজনক। বিশেষ করে শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১(WCL-1) এর বিপরীতে এখনও ১৩৪৪.৫৩ কোটি টাকা অনাদায়ী রয়েছে, যা ৩০-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে আদায় না হলে ৩১-১২-২০১৪ সূত্র তারিখে নতুনভাবে শ্রেণীকৃত ঋণে (NCL) পরিণত হয়ে ব্যাংকের নন-পারফরমিং লোন (NPL) আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে, ব্যাংকের আয়ও হ্রাস পাবে।

০৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাক্রমে ব্যাংকের ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির হার ২০% এ নামিয়ে আনা এবং ব্যাংককে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৩১-১২-২০১৪ এবং ৩০-০৬-২০১৫ সূত্র তারিখে ঋণ হিসাব নতুনভাবে শ্রেণীকৃত হওয়া রোধকরণ, শ্রেণীকৃত ঋণ অধিক পরিমাণে আদায় পূর্বক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য মাঠ কার্যালয়সমূহকে পরামর্শ দেয়া গেলঃ

(০১) নোটিশ জারীকরণঃ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল ধরনের নোটিশ জারী নিশ্চিত করতে হবে। ইচ্ছাকৃত ও বড় বড় খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নিকট স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে বিশেষ নোটিশ জারীর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরে শীর্ষ ১০০ ঋণ গ্রহীতাদের (মামলা বহির্ভূত) নিকট নোটিশ জারী করতে হবে;

(০২) ব্যক্তিগত যোগাযোগঃ খেলাপী ঋণ আদায় নিশ্চিতকল্পে ঋণ গ্রহীতাদের সাথে নিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা ও ঋণ পরিশোধের জন্য তাগিদ প্রদানের কোন বিকল্প নেই। মাঠকর্মীদের মাঠে ভ্রমণ ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে তাঁদের ভ্রমণসূচি বাস্তবতার আলোকে প্রনয়ণ এবং তা নিবিড়ভাবে তদারকি ও অর্জিত ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;

(০৩) ঋণ আদায় মহাক্যাম্প/সমাবেশের আয়োজনঃ প্রতি সপ্তাহে শাখা প্রাঙ্গনে/শাখার আওতাধীন সুবিধাজনক স্থানে মাঠকর্মীভিত্তিক একাধিক ঋণ আদায় মহাক্যাম্প/সমাবেশের আয়োজন অধিক পরিমাণে খেলাপী ঋণ আদায় নিশ্চিতকরণ;

(০৪) বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচির সফল আয়োজনঃ নবান্ন উৎসব, শুভ হালখাতা, মধুমেলা অনুষ্ঠান সহ ঋণ আদায়ের বিশেষ কর্মসূচি সফল আয়োজন নিশ্চিতকরণ;

(০৫) শ্রেণীযোগ্য ঋণ আদায় কার্যক্রমঃ ৩১-১২-২০১৪ সূত্র তারিখ ভিত্তিক শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ সুদসহ সম্পূর্ণ ৩০-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে এবং ৩০-০৬-২০১৫ তারিখ সূত্র তারিখ ভিত্তিক শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২ এর সম্পূর্ণ স্থিতি ৩০-০৬-২০১৫ তারিখের মধ্যে সুদসহ আদায় নিশ্চিত করে ঋণ হিসাব নতুনভাবে শ্রেণীকৃত হওয়া রোধকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(০৬) শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রমঃ অত্র ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত MOU এ বর্ণিত শর্তানুযায়ী ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে শ্রেণীকৃত ঋণ(CL/NPL) হতে ১৩৭০.০০ কোটি আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে প্রতি মাসান্তে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে;

(০৭) শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি হ্রাসঃ ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির পরিমাণ ও হার ২০% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে শ্রেণীকৃত ঋণ ও শ্রেণীযোগ্য ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জনসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(০৮) মন্দ/ক্ষতি(BL) ঋণ আদায়ঃ মন্দ/ক্ষতি(BL) ঋণ আদায়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ পূর্বক বিএল(BL) ঋণ আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যরত কমিটির কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং শাখাসমূহের ঋণ আদায় কার্যক্রম নিয়মিতভাবে তদারকি ও পরিধারণ;

(০৯) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ আদায় ঃ পুনঃতফসিলকৃত ঋণের সকল আদায়যোগ্য ঋণ সুদসহ সম্পূর্ণ/ঋণের কিস্তি/কিস্তিসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায় নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবসমূহ নতুনভাবে শ্রেণীকৃত হওয়া রোধকরণ;

(১০) শীর্ষ ১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে শ্রেণীকৃত/খেলাপী ঋণ আদায় কার্যক্রম ঃ বিভাগীয় কার্যালয়/মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়/কর্পোরেট শাখা/শাখা কর্তৃক শীর্ষ ১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের সাথে প্রতি মাসে ন্যূনতম একবার দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সভার আয়োজনপূর্বক ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করে শ্রেণীকৃত/খেলাপী ঋণ আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধিকরণ;

(১১) আয় বৃদ্ধি করণঃ ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫২-স্থগিত সুদবাহী শ্রেণীকৃত ঋণ অধিক পরিমাণে আদায় করে ৫২-স্থগিত সুদ এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায়পূর্বক আয় খাতে স্থানান্তরের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১২) আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ দীর্ঘ দিনের আটকে পড়া ও ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের নিকট হতে ঋণের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে পর্যাপ্ত জামানতযুক্ত ঋণের জামানতি সম্পত্তি ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মাচার/অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ অনুসরণপূর্বক নিলামে বিক্রয়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জামানতি সম্পত্তি বিক্রয়ে ব্যর্থ হলে দ্রুত অর্থ ঋণ আদালত ও সার্টিফিকেট আদালতে মোকদ্দমা দায়েরকরণ ;

(১৩) দায়েরকৃত মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণঃ আদালতের সাথে নিবিড় ও কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে অর্থ ঋণ আদালত ও সার্টিফিকেট আদালতে অনিষ্পন্ন মোকদ্দমাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৪) ঋণ আদায়ের বিশেষ কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ঋণ আদায় কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ;

(১৫) বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক আওতাধীন শাখাসমূহের ঋণ আদায় কার্যক্রম নিবীড় তদারকিকরণ, অর্জিত ফলাফলের আলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। উপরোক্ত নির্দেশনা পরিপালন এবং ঋণ আদায় কাজে অবহেলা প্রদর্শনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিকভাবে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৬। উল্লেখ্য, উপরোক্ত নির্দেশনা পরিপালন ও ঋণ আদায় কার্যক্রম সম্পাদনে মাঠ পর্যায়ের যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কোনরূপ অবহেলা/গাফিলতি ও অদক্ষতা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবেন।

০৭। উপর্যুক্ত অবস্থায়, অত্র ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত MOU এ বর্ণিত শর্তানুযায়ী ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত শ্রেণীকৃত ঋণ(CL) আদায় লক্ষ্যমাত্রা ১৩৭০.০০ কোটি টাকা নগদ আদায় নিশ্চিতকরণসহ অনাদায়ী শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১(WCL-1) ও শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২(WCL-2) সুদসহ সম্পূর্ণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করে ঋণ হিসাব নতুনভাবে শ্রেণীকৃত হওয়া রোধকরণপূর্বক শ্রেণীকৃত ঋণ(CL) স্থিতির হার ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে ২০% এ নামিয়ে আনা, অধিক পরিমাণে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ও ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

১৪/১২/১৪
(মনিয়ারা বেগম)
মহাব্যবস্থাপক

নং-প্রকা/আদায়-৮(৫৯)/২০১৪-২০১৫/৩৯৯(১২০০) ই-মেইলযোগে তারিখঃ ১৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা,ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়দ্বয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা,ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ।
০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ,বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সচিব,পর্ষদ সচিবালয়/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক,বিকেবি,প্রকা/এলপিও,ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক,তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ,বিকেবি,প্রকা,ঢাকা। উক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা।
০৮। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ,মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ,বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। অধ্যক্ষ,বিকেবি স্টাফ কলেজ,মিরপুর,ঢাকা/রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, চট্টগ্রাম/খুলনা।
১০। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে) ।
১২। নথি/মহানথি।

১৪/১২/১৪
(মোঃ হাবিব উল্যা)
উপ-মহাব্যবস্থাপক